গণিতপরিক্রমা ২৬শ খণ্ড ২০১৬ পৃ. ৪৯-৫৫

স্মরণ

চলে গেলেন আজিজুল হক স্যার

এম. শামসুর রহমান

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

পাকিস্ড়নের একমাত্র স্নাতকোত্তর বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামাবাদ। রাওয়ালপিন্ডি স্যাটেলাইট টাউনে হলিফেমিলি হাসপাতালের কাছাকাছি এলাকায় কয়েকটি ভাড়া করা আবাসিক ভবনে অস্থায়ীভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম চলছে। কমনওয়েলথ বৃত্তি শেষে যুক্তরাজ্য থেকে ফিরে এসে ১৯৬৯-এর ২৯ আগস্ট ওই প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনায় যোগ দিয়েছি। হাতেগোণা কয়েকজন বাঙালি পূর্বপাকিস্ড়ানীর মধ্যে গণিত বিভাগে আমি একজনই।

উনসত্তরের সম্ভবতঃ অক্টোবর মাস। গণিতের প্রধান আজিজুল হক স্যার বহিরাগত পরীক্ষক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় এসেছেন। আমার কথা শুনেছেন। আমি স্যারের নাম-ডাক জানি ছাত্রাবস্থা থেকেই। আগ্রহ নিয়ে দেখা করলাম। কথাবার্তা হলো। ইসলামাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় গণিত বিভাগের প্রধান তখন ছিলেন প্রফেসর কিউ কে ঘোরী (গত হয়েছেন অল্প কয়েক বছর আগে। হক স্যার বয়োজ্যেষ্ঠ)। ফলিত গণিতের লোক। অন্যান্য তিনজনও ফলিত গণিতের। বিশুদ্ধ গণিতের শিক্ষক একমাত্র আমি। কী কারণে আমি জানি না প্রফেসর ঘোরী আমার সম্বন্ধে একটা ভাল ধারণা পোষণ করতেন। সে সময় পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে প্রফেসর এ এম হারুন অর রশীদ, অর্থনীতি বিভাগে প্রফেসর আনিসুর রহমান, রসায়নে ড. সুনাম উদ্দিন মলি□ক, উদ্ভিদবিজ্ঞানী উপরেজিস্ট্রার এম এ বাতেন (পরে তিনি রেজিস্ট্রার হন এবং স্বাধীনতা পরবর্তী ('৭২) কোন এক সময়ে ঢাকায় ইন্ড়েকাল কলেন), গ্রন্থগারিক মো. ওয়াহিদুজ্জামান প্রমুখ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাফ। যদ্দূর মনে পড়ে গণিতের তিনজনসহ রসায়ন ও অর্থনীতিতে কয়েকজন পূর্বপাকিস্ড়ানের ছাত্র ছিল। ড. মো. রমজান আলী সরদার (মৃত্যুঃ যুক্তরাষ্ট্র। ১৪ ডিসেম্বর ২০০০) অক্টোবর '৬৯ শেষের দিকে ইসলামাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগলাভ করে পাঁচ মাস পরে অধ্যাপক হকের উৎসাহে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত বিভাগে রীডার হিসেবে যোগ দেন।

শিক্ষকতার পাশাপাশি খবরের কাগজে লেখালেখির বাতিকও আমাকে পেয়ে বসে। *গড়ৎহরহম ঘবংি, ঞযব চধশরংঃধহ ঙনংবৎধবং*-এর চিঠিপত্র বিভাগ ও অন্যান্য পাতায় প্রায় আমার লেখা প্রকাশ হতো। সত্তরের ৭ মার্চ *Morning News*-এ ঞযব জড়ষব ড়ভ

ঢ়ৎবংবহঃফধু সধঃযবসধঃরপং শীর্ষক আমার একটি বড়সড় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৯৭০-এর জুন মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ পাই। অনিবার্য কারণে সময় মতো যোগ দিতে পারিনি। ১৯৭০-এর ২৬ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত বিভাগে যোগদান করলাম। একাত্তরের জানুয়ারি থেকে দেশে অসহযোগ ও অহিংস আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। মোটের উপর ১৯৭৫-এর ৮ জুলাই পর্যন্ড় এই প্রাচ্যের অক্সফোর্ডে অধ্যাপনার সুযোগ আমার হয়েছে। পরদিন ৯ জুলাই কিছু সুধিজনের আশা-প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে ও অল্পদিনেই প্রমোশন প্রাপ্তি মাথায় রেখে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথমতঃ দু'বছরের ষরবহ ছুটি নিয়ে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন (২৬.১২.৭০ – ০৮.৭.৭৫) ড. হক বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন লেখার দায়িত্ব দেন আমাকে। বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রতিবছর পরিপাটি প্রতিবেদন প্রস্তুতের কাজ সম্পন্ন করি।

অধ্যাপক হক কেমন মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন তারই একটি উদাহরণ দেই। তিনি তার ছেলের ছবি সত্যায়িত করাবেন। একদিন দুপুরে স্বয়ং আমার রুমে এসে আমাকে দিয়ে ছবি সত্যায়িত করালেন। কিন্তু তার চেম্বারে আমাকে ডেকে পাঠাতেও পারতেন।

৭১-এর ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ও কালজয়ী ভাষণ আমি ময়দান থেকেই শুনেছি। ২৫ মার্চ কালরাত। সেই রাতে পাকহানাদার বাহিনী অতর্কিতে হামলা চালায় ইকবাল হল ও হলের প্রভোস্ট বাসভবনে। ড. হক ইকবাল হলের (বর্তমানে শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) প্রভোস্ট (১৯৬৬-১৯৭২)। তিনি এবং তার পরিবার জীবন রক্ষা পেলেন। ২৫ মার্চ রাত থেকে অগ্নিঝরা যুদ্ধের সূত্রপাত। সেই রাতেই সেই যুদ্ধই অসীম শক্তিতে গর্জে উঠল মহান মুক্তিযুদ্ধ নামে তার ব্যাপক পরবর্তী কার্যক্রমের সুবিশাল প্রকোষ্ঠে। মুক্তিযুদ্ধের পুরো নয় মাসই উদ্বেগ, উৎকণ্ঠায় কাটিয়েছি ঢাকায়। ২৬ মার্চের *গড়ৎহরহম ঘবংি*-এ চিঠিপত্র কলামে জবহঁহপরধঃরড়হ ড়ভ ঞধমযসধং শিরোনামে বের হয়েছে শুধু আমার লেখাটি। শিক্ষামহলে সাড়া দেয় আমার মতবাদ। ২৬ মার্চ সকালে শহীদুল-াহ হলের সম্প্রসারিত ভবনে বসবাসরত গণিত শিক্ষক মো. শরাফত আলী পাকিস্ড়ানী হানাদারদের হাতে শহীদ হন। তার প্রথম শাহাদত বার্ষিকীতে (২৬ মার্চ ৭২) *গড়ৎহরহম ঘবংি*-এ ঝযধযববফ ঝযধৎধভধঃ অষর ঃ অ ঃৎরনঁঃব শীর্ষক আমার একটি লেখা প্রকাশিত হয়। একাত্তরের শহীদদের স্মরণে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত 'স্মরণিকা' গ্রন্থে শরাফত আলী নিয়ে আমার লেখা রয়েছে। আমার লেখা SSC mathematics course : some observations বের

হয়েছে *গড়ৎহরহম ঘবং*-এ ৭ এপ্রিল ৭২। এপ্রিল থেকেই শহীদুল্লাহ হলের আবাসিক শিক্ষকের দায়িত্ব ন্যস্ত হল আমার উপর। ২১ ফেব্রুয়ারি ৭৩ সংখ্যার *ঞযব ইধহমষধফবংয ঙনংবৎাবৎ*-এ প্রতিবাদ করে ও প্রতিকার চেয়ে ঐড়ি ঝযধষরফ গরহধৎ ধিং ফবসড়ষরংযবফ প্রবন্ধ আমি ছেপেছিলাম।

১৯৭১-১৯৭২ এ ড. হক ছিলেন বিজ্ঞান অনুষদের ডীন। ১৯৮৬-এর ২৭ ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশ গণিত সমিতির উদ্যোগে তিন দিন ব্যাপী পঞ্চম গণিত সম্মেলন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। আমি সম্মেলনের সাংগঠনিক সম্পাদক। ড. হক ওই সম্মেলনে এসেছিলেন। আমার ক্যাম্পাস্থ বাসায় স্যারকে আমন্ত্রণ জানাই। সে সময় স্যারের জন্য যথাসাধ্য ‘খেদমত’ আমি করেছি। ড. হক এক সময় নাইজেরিয়া গেলেন, গেলেন জাপান, ইরাক, লিবিয়া, যুক্তরাষ্ট্র। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসরগ্রহণ করলেন (১৯৮২)।

ড. হকের কার্যকাল থেকে বহিরাগত পরীক্ষক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত বিভাগের বিভিন্ন পরীক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট থেকেছি। বাংলাদেশ গণিত সমিতির কয়েক কার্যনির্বাহী পদেই আমি নিয়োজিত ছিলাম। কালক্রমে হলাম গণিত পরিক্রমার সম্পাদক। হলাম বাংলাদেশ গণিত সমিতির সভাপতি (২০০৮, ২০০৯)। আমেরিকা থাকা অবস্থায় বরেণ্য বর্ষীয়ান গণিতজ্ঞ হিসেবে আরো উনিশজনসহ অধ্যাপক হককে

গণিত সমিতি থেকে ২০০৮-সম্মাননা প্রদান করা হয় ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে। কিন্তু তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি। আমেরিকা থেকে ফিরলে ৪ অক্টোবর ২০০৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত বিভাগে শহীদ শরাফত আলী সভাকক্ষে তাকে সম্মাননা দেয়া হয় এক আনন্দঘন পরিবেশে। তার স্ত্রীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি সে সময় সমিতির সাদা-মাঠা সভাপতি। বয়সের ভারে ন্যুব্জ অশীতিপর অধ্যাপক হক প্রায় নয় দশকের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তার সুদীর্ঘ কর্মজীবনের স্মৃতিচারণ করেন। এক সময়ের ছাত্রছাত্রী সহকর্মীদের শুভকামনা, অভিনন্দন ও শ্রদ্ধায় সিক্ত হন তিনি। সম্মাননা ব্যবস্থাপক পরিষৎ, বাকরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বলেন, এই মহৎ ও মর্যাদামণ্ডিত কার্যে আমাদের অপরিশোধনীয় ঋণপাশে আবদ্ধ করেছেন। তাদের সহৃদয়তা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি।

ড. শ ম আজিজুল হক একজন নিরহঙ্কার, শান্তস্বভাবের ও দৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। ছিলেন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী ও মনস্বী শিক্ষাবিদ। তার জীবন-কথা বিভাদীপ্ত ও বর্ণাঢ্য। জীবনযুদ্ধে তিনি জয়ী হয়েছেন। জয়ী হয়েছেন গণিতের জন্য ভালবাসায় উজ্জীবিত কর্মের সাধনায়। পৃথিবীর ধুলিধূসরিত রৌদ্দকরোজ্জ্বল সংসারের আলো-বাতাস ফেলে রেখে চলে গেছেন তিনি অনন্তের কল্যাণলোকে। ১৩ এপ্রিল ’১৬ (৩০ চৈত্র ১৪২২) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টনে সকাল ৬.৩০ মিনিটে ইন্তেকাল করেছেন (৯২)। এভাবেই পুরা বঙ্গাব্দ ১৪২২ বিদায় দিয়ে যেন গণিতের নিমগ্ন ধ্যানী এই শিল্পীও চিরবিদায় নিলেন এই মর্ত্যধাম থেকে। আর মাসের অন্যান্য তারিখ নিরাপদে রেখে অশুভ-এর প্রভাব হতে মুক্ত থেকে ˆহষঁপশু ১৩ বিদায়ের দিন নির্দিষ্ট করেছেন।

অশুভ ১৩-এর অনুপ্রবেশ। জীবন-কথায় না-গাঁথা এক আলেখ্য

জীবন-কথায় না-গাঁথা অধ্যায় (১)

বঙ্গবন্ধুর পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড (১৯৭৫) ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ গণনায় নিলে, আমরা প্রত্যক্ষ করি, অশুভের আঁচড় ড. হককে ছাড় দেয়নি। তিনি অধ্যাপক নিযুক্ত হওয়ার (১৯৬২) ত্রয়োদশ বর্ষই ১৯৭৫।

জীবন-কথায় না-গাঁথা অধ্যায় (২)

বছরের (’১৬) ১ জানুয়ারি-১৩ এপ্রিল ১০৪ দিন। জীবন-অঙ্ক ৯২ থেকে এতে

পৌঁছতে লাগে আরো ত্রয়োদশ দিন। এই ১৩ তারিখ প্রত্যূষে হাতছানি দিল ড. হকের মৃত্যু পরওয়ানা। □

সমিতির ও বিভাগের পদভারে, পুনর‌্লে-খ করে বলতে হয়, আসীন ছিলেন বাংলাদেশ গণিত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি (১৯৭২) এবং পরবর্তীতে ১৯৭৩-১৯৭৬ অবধি সভাপতি আর গণিত বিভাগের প্রধান (১৯৫৪-১৯৬২, ১৯৬৪-১৯৭৩) ও সভাপতি (১৯৭৩-১৯৭৬) অধ্যাপক শরীফ মহম্মদ আজিজুল হক।

প্রায় বছর দুয়েক আগে যুক্তরাষ্ট্রেই তার স্ত্রী গত হয়েছেন। এবং সেখানেই তার দাফনকার্য সম্পন্ন হয়েছে। তিনি চার কন্যা, তিন পুত্র এবং বহু শুভানুধ্যায়ী ও অগণিত ছাত্রছাত্রী রেখে গেছেন। বোস্টনের কবরস্থানে যথাযোগ্য মর্যাদায় তাকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়।

সর্বজনপ্রিয় প‌্তিপ্রবর অধ্যাপক হকের তিরোধানে গণিতশিক্ষা অঙ্গনে যে শূন্যতার সৃষ্টি হল তা সহজে পূরণ হওয়ার নয়। আমরা শোকার্ত স্বজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই। বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

উলে-খ্য, নোবেল বিজয়ী (১৯৭৯) পদার্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক আবদুস সালাম (৭০) [ইন্ড়েকালঃ অক্সফোর্ড ২১ নভেম্বর ১৯৯৬] ও অধ্যাপক শ ম আজিজুল হক (৯২) [ইন্ড়েকালঃ বোস্টন ১৩ এপ্রিল ২০১৬] একই বছরের (১৯৪৬) গণিতে মাস্টার্স। সালাম পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের। হক কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (রেকর্ড মার্কস অর্জনকারী)। আমরা পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি গণিত অঙ্গনের সাত দশক পূর্বের অসাধারণ দুই প্রতিভা।

তিনি যেমন ছিলেন দীর্ঘকায়, তেমনি লাভ করেন দীর্ঘায়ু। তার জীবনকাল ৯২। এতে করে ছাড়িয়ে গেলেন স্যার আইজ্যাক নিউটনকে (১৬৪২-১৭২৭), ছাড়িয়ে গেলেন এঁযধষবং (প.৬৪০-প.৫৪৬ ইঈ), ডরষষরধস ঙঁমযঃৎবফ (১৫৭৪-১৬৬০) কে। এই সাথে কাছাকাছি এলেন ঊফসঁহফ ঐধষষবু (১৬৫৬-১৭৪২), ঔড়যহ ডধষষরং (১৬১৬-১৭০৩), আব্রাহাম দ্য ময়ভার (১৬৬৭-১৭৫৪) ও শেরে-বাংলা এ কে ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২)। এরপর ৯০-এ পৌছে গেছেন এমনজন হলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক গণিত শিক্ষক দেবদাস ও জীবন্ড় শহীদ খ্যাত জয়পুরহাটের নিভৃত পল-ীতে বসবাসকারী অকৃতদার ২০১৫-তে একুশে পদকে ভূষিত মো. মজিবর রহমান। আরেকজন হক স্যারকে প্রায় ছুইয়ে তার ধারে কাছে কেবল ভিড়তে পেরেছেন।

তখন তিনি ৯১-এ পৌঁছে গেছেন। তিনি হলেন রাজপ্রাসাদের সংস্কার সাধনে সতের-আঠার শতকের খ্যাতিমান প্রধান ইংরেজ স্থপতি, গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদ, স্বল্পকালীন অক্সফোর্ডে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ঝধারষরধহ অধ্যাপক ও সাময়িক রয়াল সোসাইটির সভাপতি ঝরৎ ঈযৎরংঃড়ঢ়যবৎ ডৎবহ (১৬৩২-১৭২৩)।

[ঝরৎ ঐবহৎু ঝধারষব ১৫৭০ অবধি অক্সফোর্ডে গ্রীক জ্যামিতি পাঠদানে ছিলেন নিয়মাবদ্ধ। বিষয়টির আরো বিকাশ সাধনে গণিতের কিছ-কিছু শাখারও গুর‌্ত্ব অনুধাবন করে ১৬১৯-এ, তারই নামানুসারে, জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে ঝধারষরধহ চৎড়ভবংংড়ৎংযরঢ়-এর প্রবর্তন করেন তিনি।]

আলোকিত ৯২

৯২ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের, বেঁচেছেন বা বেঁচে আছেন, এমন কোন এ দেশের গণিতজ্ঞের সন্ধান আমরা পাইনি। ৯২ নিয়ে অনুসন্ধান-পর্যবেক্ষণের গভীরে যেতে হয়।

৯২ একটি সমান্ড়র ধারার সমষ্টি–

$$১ + ৪ + ৭ + ১০ + ১৩ + ১৬ + ১৯ + ২২।$$

একটি সমান্ড়র ধারা ও একটি গুণোত্তর ধারার সমষ্টিরূপে ৯২ সংখ্যাটি প্রকাশ করা যায়–

$$(২ + ৪ + ৬ + ৮ + ১০) + (২ + ২^{২} + ২^{৩} + ২^{৪} + ২^{৫}) = ৯২$$

৯২-এর একক ও দশক স্থানের অঙ্কের রদবদলে প্রাপ্য সংখ্যা ২৯। এদের অন্ড়র ৬৩ মর্যাদাম‌্তি একটি সংখ্যা– রসুলুল-াহর এই বিশ্বসংসারে পবিত্র সময়কাল (৫৭০-৬৩২ খৃ.)।

আবার ৯২, ২৯ এর সমষ্টি ১২১ ঃ রাজনীতির অঙ্গনে ও গণিত অঙ্গনের অনন্যসাধারণ দুই ব্যক্তিত্ব শেরে-বাংলা এ কে ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২) ও শ্রীনিবাস রামানুজনের (১৮৮৭ ডিসেম্বর - ১৯২০ এপ্রিল) ভূখ‌্ে মোট অবস্থানকাল।

এখন একটি বর্গ ফাংশন ভ(ী) = ী২ বিবেচনা করি। এ থেকে, দেখা যাক, কিরূপে ৯২ পাওয়া যায়–

ভ(৯) + ভ″(৯) + ৯ = ৯২

ভ(৯) + ভ′(৯) + ভ″(৯) - ৯ = ৯২

ভ(১০) - ভ′(১০) + ভ″(১০) + ১০ = ৯২

আবার এভাবেও পেতে পারি–

ভ(৭) ভ″(৭)˷ভ′(৭) + ৭ + (৭˷৭)! = ৯২

৯২ মহিমান্বিত –

গণিত অঙ্গনের তিন দিকপাল প্র. আজিজুল হক, প্র. মীজান রহমান, প্র. জামাল নজর ুল একে-একে চলে গেলেন এই ধরাধাম থেকে। যেন উপহার দিলেন সমান্ড়র শ্রেণিভুক্ত(!) তিন সংখ্যা ৯২, ৮৩, ৭৪। অঙ্কগুলোর অন্ড়র ৭, ৫, ৩-ও দৃশ্যমান সমান্ড়র প্রাঙ্গণে।

এ প্রসঙ্গে তিনজনের নাম উলে- খ করব মাত্র ১৩, ১২, ১১ বছর বয়সে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার কৃতিত্ব লাভ করেন। এরা যথাক্রমে স্কটল্যান্ডের গণিতজ্ঞ লগারিদমের উদ্ভাবক ঔড়যহ ঘধঢ়রবৎ (১৫৫০-১৬১৭), জার্মান জ্যোতির্বিদ ঔড়যধহহবং গঁষষবৎ (১৪৩৬-৭৬), স্কটল্যান্ডের গণিতজ্ঞ ঈড়ষরহ গধপষধঁৎরহ (১৬৯৮-১৭৪৬)। সমান্ড়র শ্রেণিবিন্যস্ড় ১৩, ১২, ১১ সংখ্যাত্রয় বরণ করেই যেন কৃতী এই বিজ্ঞানীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ!

অঙ্কগুলোর অন্ড়র ২, ১, ০ ফের সমান্ড়র দলে লালিত ও বিকশিত হচ্ছে!

তেরজন অধ্যাপকের পরপারে চলে যাওয়া

১৯৭১-এর ২৫ মার্চ থেকে সাড়ে চার দশক সময়কালে

পরপারে চলে গেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিতের সম্মানিত অধ্যাপক ঃ

১. মো. শরাফত আলী
২. আজিজর রহমান খলিফা
৩. শামসুল হক
৪. মো. আবদুল কুদ্দুস
৫. মো. সফর আলী
৬. আ ম ম শহীদুল
৭. এ এফ এম আবদুর রহমান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন, কিন্তু পরে কর্মস্থল হল অন্য

প্রতিষ্ঠান। সেই কর্মকালে ইহলোক ত্যাগ করেন স্বনামধন্য অধ্যাপক ঃ

৮. দেলাওয়ার হোসেন
৯. খোশ মোহাম্মদ
১০. আবদুল গফুর
১১. মো. রমজান আলী সরদার
১২. মো. সিরাজুল হক মিয়া
১৩. মুশফিকুর রহমান

তেরজন, তের বছর, ১৩ তারিখ

শরাফত আলী এদের সর্বকনিষ্ঠ। আলীর তো মৃত্যু নয়, শাহাদতবরণ। তেরজন সহকর্মীর মরণের উপর পাড়ি দিয়ে বিদেশে অবসরগ্রহণের (২০০৩) তের বছর বাদে এ বছরের ১৩ এপ্রিল তারিখেই চলে গেলেন আজিজুল হক স্যার। আয়ুষ্কাল, পদমর্যাদা, খ্যাতি শীর্ষেই রয়ে গেল। তার আর দেরি সইল না। বিদায় হলেন তিনি আমাদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে, বরণীয়, চিরভাস্বর হয়ে। চলে গেলেন জীবনের প্রান্ড় ছাড়িয়ে। যেন শূন্য করে গেলেন তার সাধনক্ষেত্র, তার অনন্য সৃষ্টি জমকাল **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত বিভাগ**।

[**বি.দ্র.** এই লেখকের '৯২ বছরের গণিতজ্ঞ অধ্যাপক শ ম আজিজুল হক' শীর্ষক একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে ২৯ জুলাই ২০১৬ তারিখের সংবাদ-এ পৃ. ৭]

৯